চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৩.০২.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাপানের সহায়তায় চট্টগ্রামের বর্জ্য থেকে ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সংগৃহীত বর্জ্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতে রূপান্তর করে ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার নগরীর পেনিনসুলা হোটেলে আয়োজিত 'চট্টগ্রাম শহরে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প'-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম নগরীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আধুনিক ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। আমরা বর্জ্যকে বোঝা হিসেবে নয়, সম্পদ হিসেবে দেখতে চাই। জাপানের সহায়তায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সম্ভাবনা সমীক্ষায় উঠে এসেছে, তা বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সমীক্ষা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের দৈনিক প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা হবে ১,০০০ টন বর্জ্য এবং বার্ষিক ৩৩০ দিন পরিচালনার ভিত্তিতে প্রকল্পটি ২৫ বছর পরিচালিত হবে । প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা হবে ১৫.১ মেগাওয়াট (গ্রস) এবং ১২.৬ মেগাওয়াট (নেট), যা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে ।

২০২৫ সালের হালনাগাদ সমীক্ষায় প্রস্তাবিত জি-টু-জি সহযোগিতা মডেলে জাপানের জেসিএম (Joint Crediting Mechanism) সহায়তায় ভর্তুকির সুযোগ রয়েছে । প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নগরের ল্যান্ডফিলে যাওয়ার বর্জ্যের পরিমাণ ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হবে, ফলে ল্যান্ডফিলের আয়ু বাড়বে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে । সমীক্ষায় তিনটি ব্যবসায়িক মডেল বিশ্লেষণ করা হয়েছে—জি-টু-জি সহযোগিতা মডেল, প্রাইভেট সেক্টর বেনিফিট মডেল এবং লিমিটেড সাপোর্ট মডেল। এর মধ্যে প্রথম দুটি মডেলে ১১ শতাংশের বেশি অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার (P-IRR) অর্জন সম্ভব বলে উল্লেখ করা হয়েছে । মেয়র বলেন, বাংলাদেশ-জাপান যৌথ পিপিপি প্ল্যাটফর্মের আওতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি, আর্থিক কাঠামো ও গ্যারান্টি সুবিধা নিশ্চিত হবে। এটি চট্টগ্রামকে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ওয়েস্ট-টু-এনার্জি সাফল্যের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি আরও বলেন, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেবল বিদ্যুৎ নয়, বরং একটি টেকসই নগর ব্যবস্থাপনার অংশ। এতে একদিকে পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে উঠবে, অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অবদান রাখা সম্ভব হবে। সভায় জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উপদেষ্টা ইজি কোগা, জে এফ ই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গেন তাকাহাশি, কেন্টা ওহাশি ও ভাস্কর সাহা উপস্থিত ছিলেন। চসিকের পক্ষ থেকে প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) আবু সাদাত তৈয়ব, নির্বাহী প্রকৌশলী নাসির উদ্দিন রিফাত, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. শরফুল ইসলাম মাহি, সহকারী প্রকৌশলী রুবেল চন্দ্র দাশ, সজীব রেজা হক, ইমরান হোছাইন খোকা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মেয়র বলেন, জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো প্রস্তুতি ও নীতিগত সমন্বয়ের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা গেলে চট্টগ্রাম নগরী আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

মার্চ মাস থেকে বন্ধ হচ্ছে বাসা থেকে ভেন্ডরদের বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম

আগামী মার্চ মাস থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাসাবাড়ির ডোর-টু-ডোর ময়লা সংগ্রহে ভেন্ডরদের কার্যক্রম বন্ধ হচ্ছে। ফলে, বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের জন্য এপ্রিল মাস থেকে আর ভেন্ডরদের টাকা দিতে হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে ডোর-টু-ডোর কার্যক্রম বিষয়ে ভেন্ডরদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন। সভায় মেয়র জানান, চলতি ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ভেন্ডররা বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করবেন। ফেব্রুয়ারির বকেয়া টাকা মার্চ মাসে ভেন্ডররা সংগ্রহ করবেন। মার্চ মাস থেকে চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগে কর্মরত ২ হাজার পরিচ্ছন্নকর্মী বাসা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করবেন। ফলে, আলাদাভাবে নগরবাসীকে বাসার ময়লার জন্য এপ্রিল মাস থেকে কোনো টাকা দিতে হবে না। মেয়র বলেন, চট্টগ্রামে উৎপাদিত বর্জ্যের একটি অংশ খাল-নালায় চলে যায়। এজন্য উৎপাদিত বর্জ্যের শতভাগ সংগ্রহের লক্ষ্যে বেসরকারি ভেন্ডরদের বেশ কিছু ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে বর্জ্য সংগ্রহে ভেন্ডররা ঠিকমতো সেবা দিতে পারছেন না—এমন অভিযোগ পাওয়ায় আমরা ভেন্ডরদের বাসা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম বন্ধ করে দিচ্ছি। মার্চ থেকে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাসার ময়লা সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তিনি আরও বলেন, "নগরবাসীর কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে—যত্রতত্র ময়লা ফেললে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। আমাদের যেসব কর্মচারী আপনাদের কাছ থেকে ময়লা নিতে আসবেন, তাঁদের কাছে নিয়মিত ময়লা দেবেন। এতে ময়লা জমে থাকবে না, মশার উপদ্রব কমে আসবে এবং পরিবেশ পরিষ্কার থাকবে। চসিকের দুটি বর্জ্যাগারে জমা বর্জ্য থেকে

বায়োগ্যাস, গ্রিন ফুয়েল ও জ্বালানি উৎপাদন করে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি। উৎপাদিত বর্জ্য থেকে চসিকের আয় বাড়বে। শহর পরিষ্কার রাখতে হলে শতভাগ বর্জ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।" এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীসহ প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা।

পশ্চিম বাকলিয়ায় ইফতার সামগ্রী বিতরণকালে ডা. শাহাদাত হোসেন

বিএনপি সব সময় বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কাজ করে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, রমজান আমাদের সংযম ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। পবিত্র রমজান মাসে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা শুধু ভোটের রাজনীতি করি না, আমরা মানুষের বিপদে পাশে থাকার রাজনীতি করি। সাধারণ মানুষের ইফতারের টেবিলে খাবার পৌঁছে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বিএনপি সব সময় শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কাজ করে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন প্রতিটি নাগরিকের সুখে দুঃখে পাশে থাকবে এবং বাকলিয়ার উন্নয়নসহ পুরো নগরীর জনজীবনে স্বস্তি ফেরাতে আমরা বদ্ধপরিকর। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে নগরীর চকবাজার ডিসি রোড় গনি কলোনির মাঠে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ১৭ নং পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে অসহায় দুঃস্থদের মাঝে ইফতার ও সেহেরী সামগ্রী বিতরণ অনুষ্টানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এতে ১৫০০ অসহায় ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেল, ছোলাসহ প্রয়োজনীয় ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ৯ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান এবং চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমরা চেষ্টা করছি একটি মানবিক চট্টগ্রাম গড়তে। আমি নগরীর প্রতিটি সচ্ছল ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানাব, আপনারা আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ান। আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে চট্টগ্রামের কোনো মানুষ রমজানে অনাহারে থাকবে না। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আবু সুফিয়ান বলেন, রোজা হচ্ছে একে অপরকে সহযোগিতা করার মাস। এই পবিত্র রমজান মাসে আমাদের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। মানুষের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকতে হবে। আবুল হাশেম বক্কর বলেন, সামর্থ্যবানদের উচিত এই পবিত্র মাসে প্রতিবেশীর খবর রাখা। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কিছুটা হলেও নিম্নবিত্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে। এই ধারা সামনের দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির আহবায়ক হাজী মো. এমরান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মহিউদ্দিন মিজানের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. মহসিন, গাজি মো. সিরাজ উল্লাহ, আনোয়ার হোসেন লিপু, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব নাছির মিয়া, মুহাম্মদ সেকান্দর, মহানগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা। উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, ইসমাইল বাবুল, আবদুল কাদের, ফরিদুল হক লিটন, যুবদল নেতা নাছির উদ্দীন চৌধুরী নাসিম, ইসমাইল হোসেন লেদু, মো. সোহেল, জাবেদুল হক, সাদ্দামুল হক, শফিউল বশর সাজু প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮